দৈনিক বাংলা

তারিখ 09 JUN 1987
পৃষ্ঠা ... 1 কলাম ... 1

২৫শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪ বাং

041

উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিস্থিতি নৈরাজ্যকর : ভাইস প্রেসিডেন্ট

(স্টাফ রিপোর্টার)

ভাইস-প্রেসিডেন্ট বিচারপতি এ কে এম নূরুল ইসলাম বলেছেন, বর্তমানে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে এক নৈরাজ্যজনক অবস্থা বিরাজ করছে। ছাত্র রাজনীতি, সন্ত্রাস, ধর্মঘট, পরীক্ষা পিছানো, সেসন জট এবং নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপ এখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এ অবস্থার অবসান দরকার।

গতকাল বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন আয়োজিত 'বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষা' শীর্ষক এক জাতীয় সেমিনারের তিনি উদ্বোধন করছিলেন। বার্ক মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল বারী। স্বাগত ভাষণ দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর ও মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য প্রফেসর এম শামসুল হক।

ভাইস প্রেসিডেন্ট বলেন, সরকার উচ্চ শিক্ষা পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। ইতিমধ্যেই সরকারের পক্ষ থেকে একটি উচ্চ পর্যায়ের জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছে। কমিশন বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের

(শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

ভাইস প্রেসিডেন্ট

(প্রথম পৃঃ পর)

পরামর্শ ও সুপারিশ পর্যালোচনা করে দেশের উপযোগী একটি শিক্ষানীতির সুপারিশ করবে। মঞ্জুরী কমিশনের এ সেমিনারের সুপারিশ জাতীয় শিক্ষা কমিশনকে সহযোগিতা করবে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এটা মঞ্জুরী কমিশনের সময়োপযোগী পদক্ষেপ।

বিচারপতি নূরুল ইসলাম বলেন, স্বাধীনতা লাভের দীর্ঘদিন পরও আমরা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করতে পারিনি। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশ এমনকি প্রতিবেশী দেশসমূহ অনেক দূর এগিয়ে গেলেও আমরা এক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে আমাদের দেশের ছাত্ররা বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াশুনার সুযোগ পায় না বলে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন।

ভাইস-প্রেসিডেন্ট বলেন, উচ্চ শিক্ষার খরচ সরকার বহন করে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে পাস করে লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী আজ বেকার থাকছেন। তারা দেশীয় অর্থনীতিতে কোন অবদান রাখতে পারছেন না। ফলে এটা গরীব দেশের জন্য একটা বড় ধরনের অপচয় ছাড়া কিছুই নয়। তিনি দেশের কলেজগুলোর দুর্দশার কথা উল্লেখ করে সার্বিক শিক্ষার মানের ক্রমাবনতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

স্বাগত ভাষণে প্রফেসর এম শামসুল হক বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বর্তমানে অস্থির অবস্থা বিরাজ করছে। অনির্ধারিত ছুটি, সেসন জট, মাসলম্যানদের দৌরাত্ম্য ইত্যাদি কারণে ক্যাম্পাস আজ অশান্ত।

সভাপতির ভাষণে প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল বারী বলেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একবিংশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা তো দূরের কথা বর্তমান শতাব্দীর আশি-নব্বইয়ের দশকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতেও প্রস্তুত নয়।

প্রফেসর বারী বলেন, ছাত্র ও অভিভাবকরা স্ব স্ব দায়িত্ব, অধিকার ও একাউন্টেবিলিটি সম্পর্কে সজাগ নন।

মূল আলোচনা

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর সেমিনারের মূল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রফেসর আবদুল বারীর সভাপতিত্বে অধিবেশনে 'উচ্চ শিক্ষা প্রসঙ্গে একটি প্রস্তাব' এবং 'বিশ্ববিদ্যালয় পাঠক্রম উন্নয়ন' শীর্ষক দুটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়।